যুগান্তর

তারিখ ২5 OCT 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

ড. কুদরাত-ই-খুদা বাবু

উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিত হবে তো?

প্রণয়ন করা হয়। উচ্চশিক্ষার জন্য বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি দেশে বর্তমানে রয়েছে ৯২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ও সরকার অনুমোদিত ৯২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে কিছুদিন আগেও বিদ্যমান ছিল অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাসসহ অনুমোদনহীন ও অবৈধভাবে গড়ে ওঠা বিশ্ববিদ্যালয়। যেমন, রাজশাহী জেলার বাগমারা উপজেলার 'অর্জুনপাড়া মদিনাতুল উলুম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়' এবং দেশের অলিগলিতে গড়ে ওঠা দারুল ইহ্সান বিশ্ববিদ্যালয়ের অসংখ্য অবৈধ ক্যাম্পাস (সম্প্রতি সুপ্রিমকোর্ট এ বিশ্ববিদ্যালয়কে অবৈধ ঘোষণা করেছেন)। অবৈধভাবে পরিচালিত এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অনেকে প্রতারিত হয়েছেন। তাছাড়া দেশের ৯২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশই 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০'-এর শর্ত পূরণ না করেই চলছে। অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েই নেই স্থায়ীভাবে নিযুক্ত ভিসি, প্রো-ভিসি, রেজিস্ট্রার, কোষাধ্যক্ষ, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক; এমনকি প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক-শ্রেণীকক্ষ, ল্যাব ইত্যাদি। আবার অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধেই রয়েছে শিক্ষার মান বজায় না রাখা, নিয়মিত সিন্ডিকেট সভা আহ্বান না করা, স্থায়ী বা নিজস্ব ক্যাম্পাস না থাকা বা নিজস্ব ক্যাম্পাসের জমি না থাকা, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা সংক্রান্ত শর্ত ভঙ্গসহ নানা অভিযোগ। শুধু তাই নয়, ঢাকার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ কক্সবাজার জেলার কলাতলীতে অবস্থিত একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে রয়েছে জঙ্গি সম্পৃক্ততার মতো গুরুতর অভিযোগ, যা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে পত্রপত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছে।

মূলত দেশের অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই বিভিন্ন সময় দলীয় ও রাজনৈতিক বিবেচনাসহ উদ্যোক্তাদের 'বিশেষ ক্ষমতার জোরে' অনুমোদন পাওয়ায় উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে আজ করুণ দশা বিরাজ করছে। ইতিপূর্বে দেশের বিভিন্ন জায়গায় অবৈধভাবে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাস বন্ধ ও উচ্ছেদের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা ইউজিসি কর্তৃক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে চিঠি দেয়া হলেও 'রহস্যজনক কারণে' দীর্ঘ সময়েও তার কোনো অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়নি। দেশে বেসরকারি পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা নিয়ে সরকারের নমনীয় অবস্থান তথা নমনীয় মনোভাবের কারণে একশ্রেণীর অসাধু লোক উচ্চশিক্ষা নিয়ে ফেরিওয়ালার মতো দীর্ঘদিন ধরে বাণিজ্য করার সুযোগ পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন দেখা দেয়া খুবই স্বাভাবিক যে, বাস্তবতার আলোকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কতটুকু বাস্তবায়িত হচ্ছে? আর এ ক্ষেত্রে সরকার তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসি সত্যিকার অর্থে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে নেই। বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতে যাওয়ার নিয়ম-কানুন ও পদ্ধতি ভালোভাবে জানা না থাকায় এবং বিদেশী একটি ডিগ্রি লাভ আর নিজের ভাগ্যের চাকা ঘোরানোর আশায় ভিটেমাটি ও সহায়-সম্বল বিক্রি করে দেশের অসংখ্য শিক্ষার্থী ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা এসব স্টুডেন্টস কনসালটেন্সি ফার্মের দ্বারস্থ হয়। আর এগুলোর বেশিরভাগই শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে হাতিয়ে নিচ্ছে মোটা অংকের টাকা। শেষ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের ভাগ্যে জুটছে প্রতারণা। পুলিশের এক হিসাবে দেখা গেছে, গত বছর অন্তত পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থী এভাবে স্টুডেন্টস কনসালটেন্সি ফার্মগুলোর মাধ্যমে প্রতারিত হয়েছে। তবে আশ্চর্যের বিষয়, এসব স্টুডেন্টস কনসালটেন্সি ফার্ম কোনো মন্ত্রণালয়ের অধীনে নয়। এরা শুধু একটি ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করে যাচ্ছে। আর উচ্চশিক্ষার এসব ফেরিওয়ালা তথা এসব প্রতারকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য দেশে স্পষ্ট তথা সুনির্দিষ্ট কোনো আইন নেই। তাই প্রতারিত হওয়ার পরও তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দেয়ার তেমন কোনো জায়গা থাকে না। অনেক সময় এসব প্রতারককে ধরা গেলেও এ ক্ষেত্রে আইন না থাকায় প্রতারণার বাইরে পুলিশ বা ভুক্তভোগী তাদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা করতে পারেন না। বিদেশে শিক্ষার্থী পাঠানোর নামে স্টুডেন্টস কনসালটেন্সি ফার্মগুলোর লাগামহীন প্রতারণা ও বাণিজ্য রোধে প্রয়োজন কঠোর আইন প্রণয়নসহ এর যথাযথ বাস্তবায়ন। এসবের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশ-বিদেশে ভর্তিসহ সামগ্রিক বিষয় নিয়ে সরকার কর্তৃক দ্রুত 'ক্রস বর্ডার হায়ার এডুকেশন (সিবিএইচই)' শীর্ষক একটি বিধিমালা প্রণয়নও অপরিহার্য।

দেশের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে যা চলছে, তা দিয়ে কীভাবে একটি দেশ ও জাতিকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব? এ বিষয়গুলো অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল, ইউজিসি এবং সরকারসহ সবারই ভালোভাবে অনুধাবন করা উচিত। দেশ-জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউজিসি ও অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলের উচিত হবে যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে জঙ্গি সম্পৃক্ততা, সার্টিফিকেট বাণিজ্য করা, লেখাপড়ার মান সঠিকভাবে বজায় না রাখাসহ নানা অভিযোগ রয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে সঠিক তদন্তপূর্বক দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। অন্যথায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য একদিকে যেমন ব্যর্থ হবে, অপরদিকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানও নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হবে— যা কারও কাম্য নয়।

ড.কুদরাত-ই-খুদা বাবু : *বিভাগীয় প্রধান, আইন বিভাগ, সিটি ইউনিভার্সিটি; অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সদস্য*
kekbabu@yahoo.com